দ্বিতীয় পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী চেয়ারম্যান প্রার্থীগণের তথ্য প্রকাশ

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪)

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়েই শুরু হয়ে গিয়েছে চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০১৪ এর কার্যক্রম। প্রথম পর্যায়ে ১০২টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১১৭টি, তৃতীয় পর্যায়ে ৮৩টি, চতুর্থ পর্যায়ে ৯২টি এবং পঞ্চম পর্যায়ে ৭৪টি অর্থাৎ এ পর্যন্ত পাঁচ দফায় সর্বমোট ৪৬৮টি উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হলেও সীমানা জটিলতার কারণে রংপুর সদর, গঙ্গাচড়া, কাউনিয়া ও পীরগাছায় নির্বাচন স্থগিত করা হয়। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী আর একদফা তফসিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট উপজেলা সমূহের নির্বাচন মে ২০১৪ এর মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে।

ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ প্রথম পর্যায়ে ৯৭টি উপজেলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী দ্বিতীয় পর্যায়ে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ১১৬টি (কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১ মার্চ ২০০৪), তৃতীয় পর্যায়ে ১৫ মার্চ ৮৩টি, চতুর্থ পর্যায়ে ২৩ মার্চ ৯২টি এবং পঞ্চম পর্যায়ে ৩১ মার্চ ৭৪টি উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আমরা আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ২০১৪ অনুষ্ঠেয় দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের জন্য ঘোষিত তফসিলভূক্ত ১১৭টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ করছি। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য সর্বমোট ১,৮৫২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন; যার মধ্যে চেয়ারম্যান পদে ৭৬৬ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৬৮২ জন এবং নারী ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৪০৪ জন। একই প্রতিবেদনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় ১১৭টি উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে ৫১৫ জন, ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৫২২ জন ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ৩৪০ জন অর্থাৎ তিনটি পদে সর্বমোট ১,৩৭৭ জনের কথা বলা হয়েছে। তবে নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে গতকাল (২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪) পর্যন্ত চেয়ারম্যান পদে আমরা পেয়েছি ৫২৭ জনকে। শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলার কোন তথ্য নির্বাচন কমিশন ওয়েবসাইটে নেই। ঝিনাইগাতি উপজেলার ৫জনসহ চেয়ারম্যান প্রার্থীসংখ্যা দাঁড়ায় সর্বমোট ৫৩২ জন। আমরা ঝিনাইগাতি থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও ৫জনের মধ্যে ২জন প্রার্থীর তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এছাড়াও একজন প্রার্থীর হলফনামার জায়গায় অন্য প্রার্থীর হলফনামা থাকা, হলফনামা অস্পষ্ট থাকা ইত্যাদি কারণে ৯জন প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হলো না। ফলে ৫২১ জন প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ আমরা আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপন করছি।

গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে প্রথম পর্যায়ের ৯৮টি উপজেলার চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশের জন্য অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আমরা তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা এবং সুজনের পক্ষ থেকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদানের কথা উল্লেখ করেছিলাম। উপরোল্লিখিত ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ পরিলক্ষিত হলেও এখন প্রার্থীদের তথ্যসমূহ নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটেই পাওয়া যাচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক দিক। তবে এটিকে ত্রুটিমুক্ত করা জরুরি।

নির্বাচনী আইন অনুযায়ী, মনোনয়নপত্রের সঙ্গে প্রার্থীগণ কর্তৃক হলফনামা আকারে প্রদত্ত তথ্যসমূহ (শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, অতীত এবং বর্তমানে ফৌজদারী মামলা, নিজের এবং নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় এবং অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদের বিবরণ, দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য এবং আয়কর সংক্রান্ত তথ্য) আমরা আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে তুলে ধরছি। এতে ভোটাররা নির্দিষ্ট কোন প্রার্থী সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা না পেলেও প্রার্থীদের ধরন সম্পর্কে ধারণা পাবেন। ফলে প্রার্থীদের সম্পর্কে জানার ব্যাপারে ভোটারদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৭৯ (১৫.১৬%)	৯১ (১৭.৪৭%)	৯৭ (১৮.৬২%)	১৫১ (২৮.৯৮%)	৯৭ (১৮.৬২%)	৬ (১.১৫%)	৫২১	

- শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ৫২১ জন প্রার্থীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশই (২৪৮ জন বা ৪৭.৬%) স্নাতক বা স্নাতকোত্তর।
- ৫২১ জন প্রার্থীর মধ্যে স্বল্প শিক্ষিত অর্থাৎ এসএসসি বা তার চেয়ে কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর হার ৩২.৬৩% (১৭০ জন)।
- বিশ্লেষণ থেকে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণের উল্লেখযোগ্য অংশ উচ্চ শিক্ষিত হলেও, এসএসসি'র চেয়ে কম যোগ্যতাসম্পন্ন ৭৯ জন (১৫.১৬%) প্রার্থী রয়েছেন। তার অর্থ ৭৯ জন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী বিদ্যালয়ের গন্ডি পেরুতে পারেন নি।

পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
১০৬ (২০.৩৫%)	২৮৯ (৫৫.৪৭%)	৪৬ (৮.৮৩%)	৩৬ (৬.৯১%)	১ (০.১৯%)	২০ (৩.৮৪%)	২৩ (৪.৪১%)	৫২১	

- ৫২১ জন প্রার্থীর মধ্যে অধিকাংশের পেশা (৫৫.৪৭% বা ২৮৯ জন) ব্যবসা। কৃষির সঙ্গে জড়িত ২০.৩৫% (১০৬ জন)।

- ২৩ জন প্রার্থী (৪.৪১%) পেশার কথা উল্লেখ করেননি।
- তথ্যের বিশ্লেষণে জাতীয় সংসদ ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের আধিক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	উভয় সময়েই মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
১২৪ (২৩.৮০%)	১৭৭ (৩৩.৯৭%)	৫৭ (১০.৯৪%)	১৬ (৩.০৭%)	৩৬ (৬.৯০%)	২ (০.৩৮%)	৫২১ জন	

- ৫২১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১২৪ জনের (২৩.৮০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, অতীতে মামলা ছিল ১৭৭ জনের (৩৩.৯৭%) বিরুদ্ধে, অতীত ও বর্তমানে উভয় সময়ে মামলা ছিল বা রয়েছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৫৭ জন (১০.৯৪%)।
- ৫২১ জন প্রার্থীর মধ্যে বর্তমানে ৩৯৭ জনের (৭৬.১৯%) বিরুদ্ধে মামলা নেই এবং অতীতে ৩৪৪ জন (৬৬.০২%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা ছিল না।
- ৫২১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৬ জনের (৩.০৭%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা মামলা রয়েছে, অতীতে ছিল ৩৬ জনের (৬.৯০%) বিরুদ্ধে এবং ২ জনের (০.৩৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ও অতীতে অর্থাৎ উভয় সময়ে ৩০২ ধারায় মামলা রয়েছে বা ছিল।
- প্রার্থীদের বর্তমান মামলার চেয়ে অতীত মামলাই বেশি।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য:

২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
১৫৫ (২৯.৭৫%)	২১৮ (৪১.৮৪%)	১০৭ (২০.৫৪%)	১৫ (২.৮৮%)	৫ (০.৯৬%)	৬ (১.১৫%)	১৫ (২.৮৮%)	৫২১	

- ৫২১ জন প্রার্থীর মধ্যে বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকা বা তার চেয়ে কম আয় করেন ১৫৫ জন (২৯.৭৫%) প্রার্থী।
- বাৎসরিক ১ কোটি টাকার বেশি আয় করেন ৬ জন (১.১৫%) প্রার্থী।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ প্রার্থীর (৩৭৩ জন বা ৭১.৫৯%) বাৎসরিক আয় ৫ লক্ষ বা তার টাকার নীচে।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৭১ (১৩.৬২%)	২২১ (৪২.৪১%)	৮২ (১৫.৭৩%)	৫৬ (১০.৭৪%)	৬০ (১১.৫১%)	১৪ (২.৬৮%)	১৭ (৩.২৬%)	৫২১	

- ৫২১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩.৬২% (৭১ জন) এর সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম।
- ৫২১ জনের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ৭৪ জন (১৪.১৯%)। এর মধ্যে ৫ কোটি টাকার বেশি সম্পদের অধিকারী ১৪ জন (২.৬৮%) প্রার্থী।
- অনেক প্রার্থীই সম্পদের মূল্য উল্লেখ না করায় আর্থিক মূল্যে সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। অপর দিকে বর্তমান বাজারমূল্য উল্লেখ না করার কারণেও সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট ঋণ গ্রহীতা	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
৩১ (৫.৯৫%)	১৭ (৩.২৬%)	৮ (১.৫৩%)	২ (০.৩৮%)	৮ (১.৫৩%)	৪ (০.৭৬%)	৭০ (১৩.৪৩%)	৫২১	

- ৫২১ জন প্রার্থীর মধ্যে ৭০ জন (১৩.৪৩%) ঋণ গ্রহীতা।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ৫২১ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪৫১ জনেরই (৮৬.৫৬%) কোনো ঋণ নেই।

- কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারী প্রার্থীর সংখ্যা ৮ জন (১.৫৩%)। এর মধ্যে ৫ কোটির টাকার উপরে ঋণ রয়েছে ৪ জন (০.৭৬%) প্রার্থীর।
- ঋণ গ্রহণকারী ৭০ জনের মধ্যে কোটি টাকার উপর ঋণ গ্রহণকারীর হার ১৭.১৪% (১২ জন)।

আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য:

৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট আয়কর প্রদানকারী	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
১৪৬ (২৮.০২%)	৭ (১.৩৪%)	২১ (৪.০৩%)	৭ (১.৩৪%)	১১ (২.১১%)	৬ (১.১৫%)	৫ (০.৯৫%)	২০৩ (৩৮.৯৬%)	৫২১	

- ৫২১ জন প্রার্থীর মধ্যে আয়কর প্রদানকারীর হার ৩৮.৯৬% (২০৩ জন)।
- ৫০০০.০০ টাকার চেয়ে কম আয়কর প্রদান করেন ১৪৬ জন (২৮.০২%) প্রার্থী।
- লক্ষাধিক টাকার উপর আয়কর প্রদান করেন ২২ জন (৪.২১%)। এর মধ্যে ৫ লক্ষাধিক টাকা আয়কর প্রদান করেন ৬ জন (১.১৫%) এবং ১০ লক্ষাধিক টাকা আয়কর প্রদান করেন ৫ জন (০.৯৫%)।

আমরা অতীতের মত গণমাধ্যমের সহযোগিতায় প্রার্থীদের তথ্যসমূহ জনগণ তথা ভোটারদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরছি। কিন্তু প্রকাশিত তথ্যগুলোর মাধ্যমে প্রার্থীদের ধরন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেলেও উপজেলাভিত্তিক প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এই তথ্য তেমন কাজে আসবে না। তাই আবারও আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী প্রার্থীদের তথ্যসমূহ নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে উপজেলাভিত্তিকভাবে ভোটারদের জ্ঞাতার্থে লিফলেট আকারে তুলে ধরা হলে, ভোটাররা প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন। সীমিত সাধ্যের কারণে সুজনের পক্ষ থেকে এই কাজটি আমরা ব্যাপকভাবে করতে পারছি না। যে সকল উপজেলায় সকল প্রার্থীকে একমঞ্চে এনে জনগণের মুখোমুখি করা হচ্ছে, সেইসকল উপজেলায় শুধুমাত্র চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের তথ্যসমূহ আমরা ভোটারদের অবগতির জন্য তুলে ধরছি। আমরা আশা করছি নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের তথ্যসমূহ প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে তথ্যসমূহ প্রচারের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে প্রার্থীদের পোস্টার ছাপানো ও প্রজেকশন মিটিং-এর আয়োজনের বিধান নির্বাচনী আইনে সন্নিবেশিত করবে। একই সঙ্গে ব্যানার লাগানো, পোস্টার ছাপানো, মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন থেকে প্রার্থীদের বিরত রাখার বিধান করা হলে প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় অনেক কমানো সম্ভব হবে। ফলে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত কম সম্পদের অধিকারী ভালো মানুষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

নির্বাচনী আইন-কানুন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় হওয়ার কথা। সুজনের পক্ষ থেকে বিষয়টি উল্লেখ করে বার বার রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি দলীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন বা প্রার্থীদের সমর্থন প্রদান না করার জন্য আহ্বান জানানো হলেও, এই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি একক প্রার্থী নির্ধারণের জন্য মনোনীত বা নির্ধারিত প্রার্থী ছাড়া অন্যান্যদেরকে প্রার্থীতা প্রত্যাহরের জন্য চাপ দেয়া হচ্ছে। প্রথম দফা নির্বাচনের পর এই চাপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্রোহী প্রার্থী হলে বহিষ্কারও করা হচ্ছে। বিষয়টি নির্বাচনকে প্রভাবিত করার শামিল, যা সুস্পষ্টভাবে নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন। রাজনৈতিক দলসমূহের এই আচরণ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আমাদের আহ্বান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন যদি আপনারা দলভিত্তিকভাবে করতে চান, সেক্ষেত্রে এর সপক্ষে আইন প্রণয়ন বা আইন সংশোধন করুন। যদিও সুজন মনে করে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন অরাজনৈতিক বা নির্দলীয়ভাবে হওয়াই হবে জনগণের জন্য কল্যাণকর।

দলভিত্তিক প্রার্থী মনোনয়ন বা সমর্থন প্রদান, চাপ সৃষ্টি করে কোন প্রার্থীকে প্রার্থীতা প্রত্যাহারে বাধ্য করা বা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে দল থেকে বহিষ্কার করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নিরবতা আমাদের বোধগম্য নয়। আশাকরি নির্বাচন কমিশন এব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

পরিশেষে আর একটি বিষয়ে আমরা নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হচ্ছে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন নিয়ে সামগ্রীকভাবে বড় ধরনের কোন প্রশ্ন না উঠলেও কোন কোন উপজেলার ক্ষেত্রে উঠেছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলাসমূহের নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকাও প্রশ্নবিদ্ধ। একই সঙ্গে বিরোধীদল সমর্থিত প্রার্থীর সমর্থকদের পুলিশী হয়রানী, হুমকী প্রদান বা এলাকাছাড়া করারও অভিযোগও উঠেছে কোথাও কোথাও। আশাকরি নির্বাচন কমিশন বিষয়গুলো খতিয়ে দেখবে এবং অবশিষ্ট নির্বাচনসমূহ যাতে অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হয়, সে ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

তথ্যসূত্র: বিশ্লেষণে ব্যবহৃত তথ্যগুলোর সূত্র নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (www.ecs.gov.bd). তথ্যসমূহ সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এসব তথ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বিস্তারিত তুলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুন:

www.votebd.org